সাক্ষাৎকার | মো. সবুর খান

উদ্ভাবন কেন্দ্র হিসেবে বিশ্বে স্বীকৃত হতে চাই

ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির চেয়ারম্যান মো. সবুর খান। বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে ভাবনা, গবেষণা, উদ্যোক্তাদের জন্য পরামর্শ-এমন নানা কিছু নিয়ে প্রতিদিনের বাংলাদেশের সঙ্গে কথা বলেছেন তিনি। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **গোলাম কিবরিয়া**

প্রশ্ন : ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটির শিক্ষা-কার্যক্রমে আপনি কোন বিষয়ের ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেন?
উত্তর : আমরা শিক্ষাব্যবস্থাকে শুধুমাত্র জ্ঞান অর্জনের জায়গা হিসেবে না; বরং চরিত্র, দক্ষতা ও দায়িত্ববোধ
● এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

উদ্ভাবন কেন্দ্র হিসেবে বিশ্বে স্বীকৃত হতে চাই

মোড়কের পর

গঠনের কেন্দ্র হিসেবে দেখি। ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে আমরা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেই- শিক্ষার্থীর ক্যারিয়ার রেডিনেস, উদ্যোক্তা চিন্তা এবং নৈতিকতা ও মানবিকতার সমন্বয়ের ওপর।
শিক্ষার্থীরা যাতে পড়াশোনা শেষে শুধু চাকরিপ্রার্থী না হয়ে উদ্যোক্তা ও উদ্ভাবক হতে পারেন, সেই লক্ষ্যেই আমরা আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছি।

প্রশ্ন : বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা খাতে আপনার বিশ্ববিদ্যালয়কে কীভাবে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে আলাদা করবেন?
উত্তর : ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটির সবচেয়ে বড় শক্তি হলো এর ইন্টিগ্রেটেড ইকোসিস্টেম; যেখানে শিক্ষা, গবেষণা, উদ্ভাবন, উদ্যোক্তা উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থানের সবকিছু একসঙ্গে কাজ করে। আমাদের 'Employability 360°' ধারণা, 'Microcredential Program', 'Capstone Project System' এবং 'One Student One Laptop' উদ্যোগ ড্যাফোডিলকে অন্য সবার চেয়ে আলাদা করেছে। এখানে শিক্ষার্থীরা শেখে বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে; শুধুমাত্র বই নয়, বরং হ্যান্ডস অন প্রজেক্ট, ইন্টার্নশিপ এবং ইনোভেশন ল্যাবের মাধ্যমে।

প্রশ্ন : শিক্ষার্থীদের মধ্যে উদ্ভাবনী চিন্তা ও সমস্যা সমাধানের মানসিকতা গড়ে তুলতে কী উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে?
উত্তর : আমরা বিশ্বাস করি, উদ্ভাবন শেখানো যায় না; তাকে উদ্বুদ্ধ করতে হয়। এই চিন্তা থেকেই ডিআইইউতে গড়ে উঠেছে : ইনোভেশন অ্যান্ড ইনকিউবেশন সেন্টার, ড্যাফোডিল বিজনেস ইনকিউবেটর, নলেজভ্যালে কো-ওয়ার্কিং হাব (KnowledgeVale Co-working Hub) এবং বাংলাদেশ ভেঞ্চার ক্যাপিটাল লিমিটেড (BVCL); যা শিক্ষার্থীদের স্টার্টআপ আইডিয়ায় সিড ফান্ড ও মেন্টরশিপ দিয়ে থাকে। এ ছাড়া ক্যাপস্টোন প্রজেক্ট সিস্টেমের মাধ্যমে প্রতিটি শিক্ষার্থী বাস্তব জীবনের কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য একটি প্রজেক্ট করে, যা তার চিন্তাশক্তি ও বাস্তব অভিজ্ঞতা বাড়ায়।

প্রশ্ন : ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটি গবেষণায় কীভাবে এগিয়ে যাচ্ছে?
উত্তর : ডিআইইউ এখন গবেষণাকে শুধু একাডেমিক বাধ্যবাধকতা নয়, বরং উদ্ভাবনের উৎস হিসেবে দেখে। আমাদের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা নিয়মিতভাবে Scopus-indexed এবং Q1/Q2-ranked জার্নালে প্রকাশনা করছে। আমরা স্থাপন করেছি রিসার্চ অ্যান্ড ইনোভেশন উইং, এআই অ্যান্ড ডেটা সায়েন্স ল্যাব, সাইবার সিকিউরিটি ল্যাব এবং স্মার্টসিটি রিসার্চ সেন্টার। যেখানে গবেষণা সরাসরি শিল্প ও সমাজে প্রয়োগ করা হচ্ছে। এ ছাড়া আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় (যেমন AUAP, IAUP, Erasmus+) যৌথ গবেষণা ও এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম পরিচালিত হচ্ছে।

প্রশ্ন : বাংলাদেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ কী?
উত্তর : সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো- নীতিগত বৈষম্য ও মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দেশের উচ্চশিক্ষায় বিশাল অবদান রাখলেও অনেক সময় নীতিনির্ধারণে সমান মর্যাদা ও সহায়তা পায় না। আমার মতে, সরকার যদি বেসরকারি-সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে গবেষণা অনুদান, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও নীতিগত সুযোগে সমতা আনে, তবে দেশীয় উচ্চশিক্ষা অনেকদূর এগিয়ে যাবে। আমি মনে করি, এখন সময় এসেছে একটি 'Higher Education Commission for Private Universities' গঠনের; যা নীতি, মান ও সহযোগিতার মাধ্যমে
বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সহযোগিতা করবে, নিয়ন্ত্রণ নয়। এ ছাড়া গবেষণা অনুদান, বিদেশি শিক্ষক বিনিময় এবং উদ্যোক্তা শিক্ষাকে নীতিগতভাবে উৎসাহিত করতে হবে। এমন নীতি হতে হবে যেন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শুধু জ্ঞান নয়, অর্থনীতি ও কর্মসংস্থানেও অবদান রাখতে পারে।

প্রশ্ন : দেশের উচ্চশিক্ষা নীতিতে আপনি কী ধরনের পরিবর্তন বা উন্নয়ন প্রত্যাশা করেন?
উত্তর : আমি মনে করি, এখন সময় এসেছে একটি 'Higher Education Commission for Private Universities' গঠনের; যা নীতি, মান ও সহযোগিতার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সহযোগিতা করবে, নিয়ন্ত্রণ নয়। এ ছাড়া গবেষণা অনুদান, বিদেশি শিক্ষক বিনিময়, এবং উদ্যোক্তা শিক্ষাকে নীতিগতভাবে উৎসাহিত করতে হবে।

প্রশ্ন : আগামী পাঁচ বছরে ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটিকে আপনি কোথায় দেখতে চান?
উত্তর : আমাদের লক্ষ্য স্পষ্ট- DIU-কে এশিয়ার সেরা ১০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে নিয়ে যাওয়া। এর অংশ হিসেবে আমরা প্রথমত, AI-Driven Learning Ecosystem তৈরি করছি; দ্বিতীয়ত, আন্তর্জাতিক শাখা (Dubai, Australia, Central Asia) সম্প্রসারণ করছি; তৃতীয়ত, Smart Education City-এর মাধ্যমে শিক্ষা, উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা বিকাশের মডেল বিশ্বে ছড়িয়ে দিচ্ছি। আমরা চাই DIU শুধু একটি বিশ্ববিদ্যালয় নয়, একটি জাতীয় উদ্ভাবন কেন্দ্র হিসেবে বিশ্বে স্বীকৃত হোক।

প্রশ্ন : কর্মমুখী শিক্ষাব্যবস্থা দেশের চিত্র কীভাবে বদলে দিতে পারে?
উত্তর : কর্মমুখী শিক্ষা মানে শুধু চাকরি নয়- এটি আত্মনির্ভরতা, দক্ষতা ও দায়িত্ববোধের শিক্ষা। যদি প্রত্যেকটি শিক্ষার্থী নিজের পেশাগত দক্ষতায় আত্মবিশ্বাসী হন, তাহলে বিদেশে শ্রম রপ্তানির পরিবর্তে আমরা স্কিল রপ্তানি করতে পারব। আমরা বিশ্বাস করি, কর্মমুখী শিক্ষাই হবে দারিদ্র্যমুক্ত ও প্রযুক্তিনির্ভর বাংলাদেশ গঠনের মূল চাবিকাঠি।

দৈনিক বাংলাদেশ
সম্পাদক : মারুফ কামাল খান | প্রকাশক : কাউসার আহমেদ অপু
রংধনু কর্পোরেট, ক- ২৭১ (১০ম তলা) ব্লক-সি, প্রগতি সরণি, কুড়িল (বিশ্বরোড) ঢাকা -১২২৯
প্রধান কার্যালয়: +৮৮০৯৬১১৬৭৭৬৯৬ । ই-মেইল: protidinerbangladesh.pb@gmail.com
বিজ্ঞাপন (প্রিন্ট): +৮৮০৯৬১১৬৭৭৮১০, +৮৮০১৮০৭৪৪৫৮০ । ই-মেইল: pbad2022@gmail.com
বিজ্ঞাপন (অনলাইন): +৮৮০১৮০৭৪৪৫৮০, +৮৮০১৭৯৯৪৯৫৫৯ । ই-মেইল: pbonlinead@gmail.com
সার্কুলেশন: +৮৮০৯৬১১৬৭৭৮০৭, +৮৮০১৮০৭৪৪৩৩২ । ই-মেইল: pbcirculation@gmail.com

FOLLOW

© 2025 Daily Protidiner Bangladesh All Rights Reserved. Developed By Daily Protidiner Bangladesh Team.